মৌলিক হিসাববিজ্ঞান (BA)

JAIBB এর জন্য

First Edition: August, 2025

This book is the result of the author's hard work and is protected by copyright.

Any copying or sharing without permission is strictly prohibited by copyright law.

Edited By:

Mohammad Samir Uddin, CFA
Chief Executive Officer
MBL Asset Management Limited
Former Principal Officer of EXIM Bank Limited
CFA Chartered from CFA Institute, U.S.A.
BBA, MBA (Major in finance) From Dhaka University
Qualified in Banking Diploma and Islami Banking Diploma
Course instructor: 10 Minute School of 96th BPE
Founder: MetaMentor Center, Unlock Your Potential Here.

Price: 400 Tk.

For Order:
www.metamentorcenter.com
WhatsApp: 01310-474402

Metamentor Center
Unlock Your Potential Here.

Table of Content

SL	Details	Page No.
1	মডিউল-এ: পরিচিতি	5-14
2	মডিউল-বি: হিসাবসংক্রান্ত তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও লিপিবদ্ধকরণ	15-58
3	মডিউল-সি: আর্থিক বিবরণীর বিশ্লেষণ	59-69
4	মডিউল-ডি: আর্থিক বিবরণীসমূহ	70-101
5	মডিউল-ই: বাংলাদেশে ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীসমূহ	102-123
6	মডিউল-এফ: ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ধরন	124-143

Suggestion:

- ***Read 4 star and 5 star marked chapter if you have time shortage to read all chapter.***
- ***Must read short notes from all chapter.***
- ***MetaMentor Center suggest to read whole note to find 100% common in exam. We cover everything in our note.***

Important	Details	Number of Question common in previous years
*****	Module A: Introduction	
*****	Module B: Processing and Recording of Accounting Information	
**	Module C: Analysis of Financial Statements	
*****	Module D: Financial Statements	
**	Module E: Financial Statements of Banks in Bangladesh	
*****	Module F: Other Forms of Business Organizations	
*****All short note from all chapter and end of note *****		

Syllabus

Module A: পরিচিতি

হিসাববিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞানের কার্যাবলি, হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, হিসাববিজ্ঞানের প্রকৃতি, হিসাববিজ্ঞানের ব্যবহার ও ব্যবহারকারীগণ, হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা, হিসাববিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা (রেকর্ডিং ধাপ), হিসাববিজ্ঞান সংক্রান্ত মান ও বিধিবিধান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ধরন ও হিসাববিজ্ঞান, হিসাব ব্যবস্থাপনা, সম্পদ, দায় ও মালিকের মূলধন, হিসাববিজ্ঞান: ব্যবসার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, হিসাববিজ্ঞানের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্ক, হিসাবরক্ষণ ও হিসাববিজ্ঞানের পার্থক্য, হিসাবের পদ্ধতি, হিসাববিজ্ঞানের বিকাশধারা, হিসাববিজ্ঞানের শাখাসমূহ, বর্তমান হিসাববিজ্ঞান পেশায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ, হিসাববিজ্ঞানে নৈতিকতার ভূমিকা, হিসাববিজ্ঞানের পরিভাষাসমূহের সমার্থক শব্দ, হিসাববিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, ধারণা যাচাই প্রশ্নাবলি।

Module B: হিসাব তথ্য প্রক্রিয়াকরণ ও রেকর্ডকরণ

পরিচিতি, লেনদেন, ঘটনা এবং অর্থনৈতিক ঘটনা/লেনদেনের মধ্যে পার্থক্য, হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি, ডাবল এন্ট্রি পদ্ধতির উদ্দেশ্য, হিসাব, হিসাব শ্রেণিবিন্যাস, বিভিন্ন ধরণের লেনদেনের জন্য ডেবিট ও ক্রেডিটের স্বর্ণনীতি, রেকর্ডিং প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ, লেনদেন বিশ্লেষণ, লেনদেন রেকর্ডকরণ, জার্নাল, হিসাববিজ্ঞানে জার্নালের প্রকারভেদ, জার্নালের রূপ, বিভিন্ন ধরণের লেনদেন ও তার জার্নাল প্রস্তুতকরণ, খতিয়ান, খতিয়ানের ধরনসমূহ, খতিয়ানের গুরুত্ব, খতিয়ানে পোস্টিং, রেওয়ামিল, রেওয়ামিল প্রস্তুতির ধাপসমূহ, রেওয়ামিলের সুবিধাসমূহ, রেওয়ামিলের সীমাবদ্ধতা, রেওয়ামিলে ধরা পড়া ভুলসমূহ, ব্যবহারিক সমস্যা: লেনদেন বিশ্লেষণ, জার্নাল, খতিয়ান ও রেওয়ামিল, স্থায়ী সম্পদের হিসাব, উদ্ভিদ সম্পদের ব্যয় নির্ধারণ, উদ্ভিদ সম্পদের জন্য অবচয় পদ্ধতি, সরলরেখা অবচয় পদ্ধতি, কার্যক্রমভিত্তিক অবচয় পদ্ধতি, হ্রাসমান ব্যালেন্স অবচয় পদ্ধতি, উপযুক্ত অবচয় পদ্ধতি নির্বাচন, ব্যবহারিক সমস্যা, XYZ লিমিটেডের জন্য পর্যায়ভিত্তিক অবচয় পুনঃনির্ধারণ, উদ্ভিদ সম্পদের পরিত্যাগের হিসাব, উদ্ভিদ সম্পদের অবসর, ব্যবহারিক সমস্যা: স্থায়ী সম্পদের হিসাব, হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি: আদায়ভিত্তিক বনাম নগদভিত্তিক, আয় ও ব্যয় স্বীকৃতি, সমন্বয় এন্ট্রি প্রয়োজনীয়তা, সমন্বয় এন্ট্রির প্রকারভেদ, স্থগিতকরণজনিত সমন্বয় এন্ট্রি প্রস্তুতকরণ, আদায়যোগ্য সমন্বয় এন্ট্রি প্রস্তুতকরণ, সংশোধিত রেওয়ামিলের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য, সংশোধিত রেওয়ামিল প্রস্তুতকরণ, সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি।

Module C: আর্থিক বিবরণীর বিশ্লেষণ

আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ, আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জামসমূহ, অনুপাতের শ্রেণিবিন্যাস, মৌলিক অনুপাতসমূহ, বিভিন্ন অনুপাত বিশ্লেষণ, চিত্র উদাহরণ, ব্যবহারিক সমস্যা, সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি।

Module D: আর্থিক বিবরণীসমূহ

আর্থিক বিবরণীসমূহ, আর্থিক বিবরণীর উদ্দেশ্যসমূহ, আর্থিক বিবরণীর উপাদানসমূহ, একটি ট্রেডিং প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ হিসাবপত্র, একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ হিসাবপত্র, আয় বিবরণী (আইএস), আয় বিবরণীর কাঠামো, একটি ট্রেডিং প্রতিষ্ঠানের আয় বিবরণী, একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের আয় বিবরণী, একটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের আয় বিবরণী, নগদ প্রবাহ বিবরণী, নগদ প্রবাহ বিবরণীর উদ্দেশ্য/লক্ষ্য/গুরুত্ব, নগদ প্রবাহ বিবরণীর অংশসমূহ, নগদ প্রবাহ বিবরণী প্রস্তুতের জন্য ডেটার উৎসসমূহ, নগদ প্রবাহ মোট হিসেবেই উপস্থাপন করতে হবে, নিট নয়, পরিচালন কার্যক্রম– প্রত্যক্ষ না পরোক্ষ পদ্ধতি? পরিচালন কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ: প্রত্যক্ষ পদ্ধতি, পরিচালন কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ: পরোক্ষ পদ্ধতি, প্রত্যক্ষ বিনিময় লেনদেনসমূহ, নগদ প্রবাহ বিবরণীর বিন্যাস ও উদাহরণ, নগদ প্রবাহ বিবরণীর ব্যাখ্যা, উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের বাস্তব আর্থিক বিবরণী (স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি), সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের বাস্তব আর্থিক বিবরণী (গ্রামীণফোন পিএলসি), ব্যবহারিক সমস্যা, সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি।

Module E: বাংলাদেশের ব্যাংকসমূহের আর্থিক বিবরণী

পরিচিতি, ব্যাংকসমূহের জন্য আর্থিক বিবরণীর ধরনসমূহ, ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীর মূল উপাদানসমূহ, আর্থিক বিবরণীর গুরুত্ব, ব্যাংকের আর্থিক বিবরণীর জন্য নিয়ন্ত্রক কাঠামো: মূল তথ্য প্রকাশ ও প্রতিবেদন চাহিদা, ব্যাংকের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের কাঠামো, উপাদান ও নির্দেশনা, বাংলাদেশের শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংকের আর্থিক বিবরণী: মূল দিকসমূহ, বিধান ও তুলনামূলক দিক, বাংলাদেশের শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংকের নিয়ন্ত্রক কাঠামো, শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংকের আর্থিক বিবরণী, আর্থিক বিবরণীতে মূল পার্থক্যসমূহ, শরীয়াহভিত্তিক ও প্রচলিত ব্যাংকিং পণ্যের মধ্যে মূল পার্থক্যসমূহ, শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংকের অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিবেচ্য বিষয়সমূহ, প্রচলিত ব্যাংকের বাস্তব আর্থিক বিবরণী (ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি), শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংকের বাস্তব আর্থিক বিবরণী (ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি), সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবল

Module F: অন্যান্য ধরণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান

পরিচিতি, একক মালিকানাধীন ব্যবসা, একক মালিকানাধীন ব্যবসার বৈশিষ্ট্যসমূহ, একক মালিকানাধীন ব্যবসার কর সংক্রান্ত বিষয়াবলি, একক মালিকানাধীন ব্যবসার আর্থিক প্রতিবেদন, একক মালিকানাধীন ব্যবসার আর্থিক স্বচ্ছতা ও ঋণদাতাদের বিবেচ্য বিষয়সমূহ, একক মালিকানাধীন ব্যবসার জন্য কমপ্লায়েন্স ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াবলি, বাংলাদেশে অংশীদারি প্রতিষ্ঠান, অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যসমূহ, অংশীদারি প্রতিষ্ঠানে হিসাববিজ্ঞানের ধারণাসমূহ, অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রতিবেদন, অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের সুবিধাসমূহ, অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের অসুবিধাসমূহ, বাংলাদেশে অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের করব্যবস্থা, কমপ্লায়েন্স ও নিয়ন্ত্রক বিষয়সমূহ, অংশীদারি প্রতিষ্ঠানে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের দৃষ্টিভঙ্গি, একক মালিকানাধীন ব্যবসা ও অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য (বিশেষ করে হিসাব ও ঋণদাতাদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে), বাংলাদেশে করপোরেশনসমূহ – প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, প্রাইভেট লিমিটেড ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির বৈশিষ্ট্যসমূহ, মূল হিসাব ধারণা ও আর্থিক প্রতিবেদন, প্রাইভেট ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ, কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা, প্রাইভেট লিমিটেড ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির মধ্যে পার্থক্য, প্রাইভেট ও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে ঋণ প্রদানে ঋণদাতাদের দৃষ্টিভঙ্গি, যৌথ উদ্যোগ, যৌথ উদ্যোগের বৈশিষ্ট্যসমূহ, যৌথ উদ্যোগে হিসাব ধারণার প্রয়োগ, আর্থিক প্রতিবেদন, কর সংক্রান্ত বিষয়াবলি, আইন ও বিধির সাথে সামঞ্জস্য, যৌথ উদ্যোগের সুবিধাসমূহ, যৌথ উদ্যোগের অসুবিধাসমূহ, আর্থিক প্রতিবেদন সংক্রান্ত বিষয়, ঋণদাতাদের দৃষ্টিভঙ্গি, ঋণদাতাদের দৃষ্টিতে কর ও কমপ্লায়েন্স বিষয়, হিন্দু অবিভক্ত পরিবার (এইচইউএফ), এইচইউএফ-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ, এইচইউএফ-এর জন্য হিসাববিজ্ঞান ও আর্থিক প্রতিবেদন, এইচইউএফ-এর জন্য আর্থিক প্রতিবেদন মানদণ্ড, বাংলাদেশে এইচইউএফ-এর করব্যবস্থা, কমপ্লায়েন্স প্রয়োজনীয়তা, এইচইউএফ-এর সুবিধাসমূহ, এইচইউএফ-এর অসুবিধাসমূহ, এইচইউএফ-এর সাথে লেনদেনে ঋণদাতাদের দৃষ্টিভঙ্গি, সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

Module-A:
পরিচিতি

প্রশ্ন-০১: হিসাববিজ্ঞান কী? ব্যবসায় এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন।

হিসাববিজ্ঞান হলো একটি ব্যবসা বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন চিহ্নিতকরণ, রেকর্ডকরণ, শ্রেণিবিন্যাস, সারাংশ প্রস্তুত এবং ব্যাখ্যা করার একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা ও কার্যক্ষমতা নিরূপণ করা যায়। হিসাববিজ্ঞান বিভিন্ন ব্যবহারকারীর (যেমন মালিক, ব্যবস্থাপক, বিনিয়োগকারী, ঋণদাতা, নিয়ন্ত্রক সংস্থা) জন্য গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক তথ্য প্রদান করে যাতে তারা সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এটি আয়, ব্যয়, সম্পদ ও দায়ের সঠিক নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে। ব্যালেন্স শিট ও আয় বিবরণীর মতো আর্থিক বিবরণীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের লাভ-ক্ষতি ও সম্পদের পরিমাণ জানা যায়। হিসাববিজ্ঞানকে "ব্যবসার ভাষা" বলা হয় কারণ এটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা পরিষ্কার ও নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করে।

প্রশ্ন-০২: ব্যবসায় হিসাববিজ্ঞানের প্রধান কার্যাবলি কী কী?

হিসাববিজ্ঞানের প্রধান কার্যাবলিগুলো হলো:

1. **রেকর্ডকরণ:** ব্যবসার প্রতিটি লেনদেন ধারাবাহিক ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে নথিভুক্ত করা।
2. **শ্রেণিবিন্যাস:** একই প্রকৃতির লেনদেনগুলোকে নির্দিষ্ট শিরোনামে শ্রেণিবদ্ধ করা (যেমন: বিক্রয়, ভাড়া, বেতন)।
3. **সারাংশ প্রস্তুত:** আয় বিবরণী ও ব্যালেন্স শিটের মতো আর্থিক বিবরণী তৈরি করা।
4. **বিশ্লেষণ:** আর্থিক ফলাফল বিশ্লেষণ করে পূর্ববর্তী সময়ের সাথে তুলনা করা।
5. **ব্যাখ্যা:** আর্থিক তথ্য সহজভাবে উপস্থাপন করে যাতে ব্যবহারকারী সহজে বুঝতে পারে।
6. **যোগাযোগ:** আর্থিক প্রতিবেদন মালিক, ব্যাংক, কর কর্তৃপক্ষসহ সংশ্লিষ্টদের কাছে উপস্থাপন।
7. **কমপ্লায়েন্স:** আইন ও কর সংক্রান্ত নিয়ম অনুযায়ী হিসাব সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।

এই কার্যাবলিগুলো ব্যবসা পরিচালনায় পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করে।

প্রশ্ন-০৩: ব্যবসায় হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কী?

ব্যবসায়ে হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

1. **সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা:** ব্যবস্থাপক ও মালিকদের সচেতন সিদ্ধান্তে সাহায্য করার জন্য আর্থিক তথ্য প্রদান করা।
2. **আর্থিক অবস্থার নিরীক্ষণ:** সম্পদ, দায়, আয় ও ব্যয় প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্বাস্থ্য যাচাই করা।
3. **লাভ-ক্ষতির পরিমাপ:** নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করা।
4. **আইন ও কর সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স:** আইন ও কর কর্তৃপক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় হিসাব সংরক্ষণ করা।
5. **বাজেট ও পরিকল্পনা:** ভবিষ্যতের বাজেট ও আর্থিক পরিকল্পনা তৈরিতে সহায়তা করা।
6. **অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ:** প্রতিটি লেনদেন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জবাবদিহিতা ও প্রতারণা রোধ করা।
7. **বিনিয়োগকারী ও ঋণদাতার আস্থা অর্জন:** স্বচ্ছ আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করে আস্থা গড়ে তোলা।
8. **কার্যক্ষমতা মূল্যায়ন:** পূর্ববর্তী ও বর্তমান ফলাফলের তুলনার মাধ্যমে উন্নয়নমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

প্রশ্ন-০৪: হিসাব তথ্যের ব্যবহারকারীরা কারা? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

হিসাব তথ্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। ব্যবহারকারীদের দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়: **অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী** ও **বহিঃস্থ ব্যবহারকারী**।

- **অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী:**

এরা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে কাজ করেন। যেমন:

1. **মালিক ও ব্যবস্থাপক:** ব্যবসা পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে হিসাব তথ্য ব্যবহার করেন।
2. **কর্মচারীরা:** আর্থিক বিবরণী দেখে কোম্পানির পারফরম্যান্স ও চাকরির নিরাপত্তা মূল্যায়ন করে।

- **বহিঃস্থ ব্যবহারকারী:**

এরা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থাকেন। যেমন:

1. **বিনিয়োগকারী:** কোম্পানিতে বিনিয়োগ করবে কি না, তা নির্ধারণের জন্য আর্থিক প্রতিবেদন দেখে বিনিয়োগ করেন।
2. **ঋণদাতা ও ব্যাংক:** কোম্পানি ঋণ পরিশোধে সক্ষম কি না তা যাচাই করার জন্য হিসাব তথ্য ব্যবহার করে।
3. **সরকার ও কর কর্তৃপক্ষ:** কোম্পানি আইন অনুসরণ করছে কিনা এবং সঠিকভাবে কর প্রদান করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করে।

সারকথা: হিসাববিজ্ঞান ব্যবসার আর্থিক অবস্থা বোঝাতে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ উভয় পক্ষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন-০৫: একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হিসাববিজ্ঞানের প্রধান ব্যবহারগুলো কী কী?

একটি ব্যবসায় হিসাববিজ্ঞানের মূল ব্যবহারসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো:

1. **লেনদেন রেকর্ডকরণ:** – ব্যবসার সকল লেনদেন নিয়মতান্ত্রিকভাবে ধারাবাহিকভাবে রেকর্ড করা হয়।
2. **আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** – ব্যবস্থাপকগণ বাজেট, মূল্য নির্ধারণ, ও বিনিয়োগ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হিসাব তথ্য ব্যবহার করেন।
3. **লাভজনকতা বিশ্লেষণ:** – ব্যবসাটি লাভ করছে না ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে তা নির্ধারণে সহায়তা করে।
4. **সম্পদ ব্যবস্থাপনা:** – ব্যবসার সম্পদ (যেমন জমি, মেশিন) ও দায় (যেমন ঋণ) সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে, যা ব্যবস্থাপনায় সহায়ক।
5. **আইনি ও কর সংক্রান্ত দায়বদ্ধতা:** – কর ফাইলিং ও সরকারি প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করে।
6. **কার্যকারিতা মূল্যায়ন:** – মালিক ও শেয়ারহোল্ডাররা হিসাব রিপোর্ট দেখে প্রতিষ্ঠানের সাফল্য মূল্যায়ন করেন।
7. **বিনিয়োগ ও ঋণ আকর্ষণ:** – বিনিয়োগকারী ও ঋণদাতা নির্ভরযোগ্য আর্থিক প্রতিবেদন দেখে বিনিয়োগ বা ঋণ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেন।
8. **প্রতারণা সনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ:** – সঠিক রেকর্ড রাখা হলে হিসাবের ভুল ও প্রতারণা সহজে ধরা পড়ে ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

প্রশ্ন-০৬: হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

হিসাববিজ্ঞানের নীতিমালা হলো নির্দিষ্ট কিছু নিয়মাবলি, যা লেনদেন রেকর্ড এবং আর্থিক প্রতিবেদন তৈরির ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হয়। নিচে গুরুত্বপূর্ণ হিসাব নীতিমালাসমূহ তুলে ধরা হলো:

1. **স্বতন্ত্র সত্তা নীতি (Business Entity Principle):** ব্যবসাকে মালিকের থেকে পৃথক সত্তা হিসেবে গণ্য করা হয়।
2. **চলমান প্রতিষ্ঠান নীতি (Going Concern Principle):** ব্যবসা চলমান থাকবে এই অনুমানেই হিসাব প্রস্তুত করা হয়।
3. **মুদ্রা পরিমাপ নীতি (Money Measurement Principle):** আর্থিকভাবে পরিমাপযোগ্য লেনদেন কেবল রেকর্ড করা হয়।
4. **মূল্য ব্যয়ের নীতি (Cost Principle):** সম্পদকে তাদের ক্রয়মূল্যে রেকর্ড করা হয়।
5. **আয় স্বীকৃতি নীতি (Revenue Recognition Principle):** যখন আয় অর্জিত হয়, তখনই তা রেকর্ড করা হয়।
6. **আয়-ব্যয়ের মিল নীতি (Matching Principle):** আয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যয় একত্রে রেকর্ড করা হয়।
7. **বকেয়া ভিত্তিক নীতি (Accrual Principle):** আয় ও ব্যয় যখন সংঘটিত হয়, তখনই তা রেকর্ড করা হয়।
8. **সম্পূর্ণ প্রকাশ নীতি (Full Disclosure Principle):** সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আর্থিক বিবরণীতে প্রকাশ করা হয়।
9. **স্থিতিশীলতা নীতি (Consistency Principle):** একবার যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, তা ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করতে হয়।
10. **রক্ষণশীল নীতি (Conservatism Principle):** লাভ নিয়ে সন্দেহ থাকলে কম দেখানো হয়, কিন্তু ক্ষতি বেশি দেখানো হয়।
11. **বস্তুনিষ্ঠতা নীতি (Objectivity Principle):** যাচাইযোগ্য ও প্রমাণযোগ্য তথ্য ব্যবহার করা হয়।
12. **গুরুত্বপূর্ণতা নীতি (Materiality Principle):** যেসব তথ্য সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলে না, সেগুলো উপেক্ষা করা যায়।

প্রশ্ন-০৭: হিসাব লিপিবদ্ধকরণ পর্যায় মৌলিক ধারণাসমূহ কী কী?

লেনদেন রেকর্ড করার সময় কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধারণা অনুসরণ করা হয়, যা হিসাব প্রক্রিয়াকে সঠিক ও মানসম্মত করে তোলে। সেগুলো হলো:

1. **স্বতন্ত্র সত্তা ধারণা (Business Entity Concept):** ব্যবসাকে মালিকের থেকে আলাদা সত্তা হিসেবে গণ্য করা হয়।
2. **মুদ্রা পরিমাপ ধারণা (Money Measurement Concept):** শুধুমাত্র টাকা-মূল্যে পরিমাপযোগ্য লেনদেন রেকর্ড করা হয়।
3. **ঐতিহাসিক মূল্যে রেকর্ড ধারণা (Historical Cost Concept):** সম্পদকে তাদের মূল ক্রয়মূল্যে রেকর্ড করা হয়।
4. **দ্বৈত দিক ধারণা (Dual Aspect Concept):** প্রতিটি লেনদেন দুটি অ্যাকাউন্টকে প্রভাবিত করে (ডেবিট ও ক্রেডিট)।

5. **হিসাবকাল ধারণা (Accounting Period Concept):** হিসাব নির্দিষ্ট সময়ের (যেমন এক বছর) জন্য প্রস্তুত করা হয়।

এই ধারণাগুলো দ্বৈত এন্ট্রি পদ্ধতির ভিত্তি গঠন করে এবং আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকে নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য করে তোলে।

প্রশ্ন-০৮: হিসাব মান ও বিধিমালা কী? আর্থিক প্রতিবেদন তৈরিতে এগুলোর ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

হিসাব মান (Accounting Standards) হলো লিখিত নিয়মাবলি যা বলে দেয় কীভাবে একটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন রেকর্ড ও উপস্থাপন করতে হবে। এগুলোর উদ্দেশ্য হলো সকল প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রতিবেদনকে স্পষ্ট, নির্ভুল এবং তুলনাযোগ্য করে তোলা।
বাংলাদেশে হিসাব মানকে **BFRS (Bangladesh Financial Reporting Standards)** বলা হয়, যা **আইক্যাব (ICAB)** কর্তৃক প্রণীত।

হিসাববিজ্ঞান বিধিমালা (Accounting Regulations) হলো বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থা (যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক, এনবিআর, বিএসইসি) প্রদত্ত নির্দেশনা ও আইন, যা সঠিকভাবে হিসাব প্রস্তুত ও প্রতিবেদন দিতে বাধ্য করে।

হিসাব মান ও বিধিমালার ভূমিকা:

1. **নির্ভুলতা নিশ্চিত করা:** কীভাবে লেনদেন রেকর্ড ও প্রতিবেদন দিতে হবে তা নির্দেশনা দেয়।
2. **একরূপতা বজায় রাখা:** সব প্রতিষ্ঠান একই নিয়মে হিসাব প্রস্তুত করলে তুলনা সহজ হয়।
3. **স্বচ্ছতা বৃদ্ধি:** ব্যবহারকারীরা সহজে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা বুঝতে পারেন।
4. **আস্থা গড়ে তোলা:** বিনিয়োগকারী, ঋণদাতা ও অংশীজন নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদন পেলে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
5. **প্রতারণা প্রতিরোধ:** বিধিমালা অনুযায়ী হিসাব রক্ষায় জালিয়াতি প্রতিরোধ করা যায়।
6. **আইনি বাধ্যবাধকতা পূরণ:** জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন অনুসরণে সহায়তা করে।
7. **সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা:** নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদন ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক।

প্রশ্ন-০৯: ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ধরন কী এবং এগুলো হিসাববিজ্ঞানে কীভাবে প্রভাব ফেলে?
ব্যবসা বিভিন্নভাবে গঠিত হতে পারে এবং প্রতিটি ধরণের ব্যবসা হিসাবরক্ষণে ভিন্নভাবে প্রভাব ফেলে। প্রধান ধরণগুলো হলো:

1. **একক মালিকানাধীন ব্যবসা (Sole Proprietorship):**
   – একজন ব্যক্তি মালিক ও ব্যবস্থাপক।
   – হিসাব সাধারণত সহজ, এবং মালিক ও ব্যবসার হিসাব একত্রে রাখা হয়।
2. **অংশীদারি ব্যবসা (Partnership):**
   – দুইজন বা ততোধিক ব্যক্তি মালিকানা ভাগ করে।
   – প্রত্যেক অংশীদারের মূলধন, মুনাফা-বণ্টন ও লেনদেন আলাদাভাবে হিসাব করতে হয়।
3. **কোম্পানি বা করপোরেশন (Corporation):**
   – মালিকদের (শেয়ারহোল্ডারদের) থেকে আলাদা একটি আইনগত সত্তা।
   – কোম্পানি আইন অনুযায়ী বিস্তারিত হিসাব ও আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হয়।

হিসাববিজ্ঞানে প্রভাব:

- **একক মালিকানায়,** মালিক ও ব্যবসাকে একসাথে বিবেচনা করা হয়; হিসাব সহজ হয় এবং ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক হিসাব মিশে যেতে পারে।
- **অংশীদারিতে,** প্রতিটি অংশীদারের মূলধন, মুনাফা-ক্ষতির অংশ, ও উত্তোলন পৃথকভাবে রেকর্ড করতে হয়; অংশীদারি চুক্তির শর্ত হিসাব পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে।
- **করপোরেশনে,** ব্যবসা মালিকদের থেকে আলাদা; আইনি বিধি অনুসরণ করতে হয়, বিস্তারিত রেকর্ড রাখতে হয় এবং শেয়ারহোল্ডার ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার জন্য আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করতে হয়।

সারাংশে: মালিকানা, মূলধন, ও আইনগত অবস্থার ওপর ভিত্তি করে হিসাব পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়। ব্যবসা যত জটিল হয়, হিসাব তত বিস্তারিত ও নিয়মমাফিক করতে হয়।

প্রশ্ন-১০: করপোরেশনকে পৃথক আইনগত সত্তা হিসেবে গণ্য করা হয় কেন?
করপোরেশনকে পৃথক আইনগত সত্তা হিসেবে গণ্য করার কারণগুলো হলো:

1. **নিজস্ব আইনগত পরিচিতি:** – করপোরেশন মালিকদের থেকে আলাদা নামে কাজ করতে পারে।
2. **সীমিত দায়বদ্ধতা:** – শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির দায়ের জন্য তাদের বিনিয়োগের অতিরিক্ত ব্যক্তিগতভাবে দায়ী নয়।
3. **সম্পত্তির মালিকানা:** – কোম্পানি নিজের নামে সম্পদ কিনতে, বিক্রি করতে বা ধারণ করতে পারে।
4. **মামলা করার ও হওয়ার ক্ষমতা:** – কোম্পানি নিজেই মামলায় অংশ নিতে পারে, মালিকদের প্রয়োজন হয় না।
5. **স্বতন্ত্র হিসাব ও করব্যবস্থা:** – কোম্পানির হিসাব আলাদাভাবে রাখা হয় এবং নিজ নামে কর প্রদান করা হয়।
6. **চিরস্থায়ী অস্তিত্ব:** – মালিক পরিবর্তন বা মৃত্যুর পরও কোম্পানি চালু থাকে।

প্রশ্ন-১১: হিসাব পদ্ধতি (Accounting System) কী? এর প্রকারভেদ ও ব্যবসায়ে গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
হিসাব পদ্ধতি হলো একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন রেকর্ড ও ব্যবস্থাপনার একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আয় (যেমন: বিক্রয় আয়) ও ব্যয় (যেমন: বেতন, ভাড়া) সঠিকভাবে নিরীক্ষণ করা যায়। এই পদ্ধতিতে সকল আর্থিক তথ্য রেকর্ড, শ্রেণিবিন্যাস ও সারাংশ প্রস্তুত করা হয় যাতে মালিক ও ব্যবস্থাপকরা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা বুঝতে পারেন।
একটি ভাল হিসাব পদ্ধতিতে লেনদেন জার্নালে রেকর্ড, খতিয়ানে পোস্টিং, রেওয়ামিল প্রস্তুত এবং আয় বিবরণী ও ব্যালেন্স শিটের মতো আর্থিক প্রতিবেদন তৈরির প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত থাকে। এটি ম্যানুয়াল (কাগজভিত্তিক) অথবা কম্পিউটারাইজড (সফটওয়্যারভিত্তিক) হতে পারে।
হিসাব পদ্ধতির মূল লক্ষ্য হলো সঠিক আর্থিক তথ্য প্রস্তুত করা, যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কর প্রতিবেদন ও আইনগত কমপ্লায়েন্স সহজ হয়।

হিসাব পদ্ধতির দুটি প্রধান ধরন হলো:

1. **ম্যানুয়াল হিসাব পদ্ধতি:**
   – এই পদ্ধতিতে সব লেনদেন হাতে লিখে জার্নাল, খতিয়ান ইত্যাদিতে রেকর্ড করা হয়।
   – এটি স্বল্প খরচে সহজ পদ্ধতি হলেও সময়সাপেক্ষ এবং ভুলের সম্ভাবনা বেশি।
   – সাধারণত ছোট ব্যবসায় যাদের লেনদেন কম, তারা এই পদ্ধতি ব্যবহার করে।
2. **কম্পিউটারাইজড হিসাব পদ্ধতি:**
   – এই পদ্ধতিতে Tally, QuickBooks-এর মতো হিসাব সফটওয়্যারের মাধ্যমে লেনদেন রেকর্ড ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
   – এটি দ্রুত, নির্ভুল এবং বিপুল পরিমাণ তথ্য পরিচালনায় সক্ষম।
   – স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রতিবেদন তৈরি করে এবং ভুলের সম্ভাবনা কমায়।

একটি হিসাব পদ্ধতির ব্যবসায়িক গুরুত্ব:

1. **লেনদেন রেকর্ড:** ব্যবসার সকল কার্যক্রমের সম্পূর্ণ ও সুশৃঙ্খল রেকর্ড সংরক্ষণ করে।
2. **আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত:** আয় বিবরণী, ব্যালেন্স শিট ও নগদ প্রবাহ বিবরণী তৈরি করতে সহায়তা করে।
3. **সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা:** সঠিক তথ্য প্রদান করে ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজ করে।
4. **আইনি কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত:** কর গণনা ও সরকারি নিয়ম অনুসরণে সহায়তা করে।
5. **ব্যয় নিয়ন্ত্রণ:** আয় ও ব্যয়ের হিসাবের মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমাতে সাহায্য করে।
6. **বিনিয়োগকারীর আস্থা অর্জন:** স্বচ্ছ হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে বিনিয়োগকারী ও ব্যাংকের আস্থা অর্জিত হয়।
7. **ভুল ও প্রতারণা প্রতিরোধ:** আর্থিক রেকর্ডে নির্ভুলতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।

সারকথা: একটি শক্তিশালী হিসাব পদ্ধতি ব্যবসা পরিচালনা, সম্প্রসারণ ও সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন-১২: বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ কম্পিউটারাইজড হিসাব পদ্ধতি ব্যবহার করতে কেন আগ্রহী?
বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ কম্পিউটারাইজড হিসাব পদ্ধতি ব্যবহার করে, কারণ এতে অনেক সুবিধা রয়েছে:

1. **গতি ও দক্ষতা:** – লেনদেন দ্রুত রেকর্ড ও প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব, ফলে সময় সাশ্রয় হয়।

2. **নির্ভুলতা:** – গণনা ও তথ্যপ্রবেশে মানবিক ভুলের সম্ভাবনা কমে যায়।
3. **রিয়েল-টাইম প্রতিবেদন:** – যেকোনো সময় হালনাগাদ আর্থিক প্রতিবেদন পাওয়া যায়।
4. **তথ্য সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা:** – বিপুল পরিমাণ তথ্য নিরাপদভাবে সংরক্ষণ করা যায়, ব্যাকআপ ও পাসওয়ার্ডের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।
5. **সহজ প্রবেশাধিকার ও সংযোগ:** – একাধিক ব্যবহারকারী একসাথে সিস্টেমে প্রবেশ করতে পারে এবং এটি ইনভেন্টরি, বেতন, ব্যাংকিং সিস্টেমের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায়।
6. **নিয়ন্ত্রক সংস্থার চাহিদা পূরণ:** – কর কর্তৃপক্ষ, অডিটর ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রকদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে সহায়তা করে।

এই বৈশিষ্ট্যগুলো বড় ব্যবসা ও জটিল লেনদেন ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটারাইজড হিসাব পদ্ধতিকে আদর্শ করে তোলে।

প্রশ্ন-১৩: হিসাবরক্ষণের পদ্ধতির প্রকারভেদ কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
অথবা, **হিসাববিজ্ঞানের দুটি প্রধান পদ্ধতি কী কী?**
হিসাবরক্ষণের দুটি প্রধান পদ্ধতি হলো: **নগদ ভিত্তিক হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি** এবং **আদায়ভিত্তিক হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি**।

1. **নগদ ভিত্তিক হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি (Cash Accounting Method):**
   এই পদ্ধতিতে শুধুমাত্র তখনই আয় রেকর্ড করা হয়, যখন প্রকৃত অর্থ প্রাপ্ত হয় এবং ব্যয় রেকর্ড করা হয়, যখন অর্থ প্রদান করা হয়। এই পদ্ধতিটি সহজ এবং সাধারণত ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযোগী।
   উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি ব্যবসা জানুয়ারিতে পেমেন্ট পায়, তাহলে আয় জানুয়ারিতেই রেকর্ড করা হবে, যদিও বিক্রয়টি তার আগেই ঘটেছে।

2. **বকেয়া ভিত্তিক হিসাব পদ্ধতি (Accrual Accounting Method):**
   এই পদ্ধতিতে আয় ও ব্যয় তখনই রেকর্ড করা হয়, যখন তা অর্জিত হয় বা সংঘটিত হয়—নগদ প্রাপ্তি বা প্রদানের সময় নয়। এই পদ্ধতিটি প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা তুলে ধরে এবং বড় ব্যবসার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক।

   উদাহরণস্বরূপ, যদি ডিসেম্বর মাসে পণ্য বিক্রি হয় কিন্তু পেমেন্ট জানুয়ারিতে আসে, তাহলে আয় ডিসেম্বরেই রেকর্ড করা হবে।

নগদ ভিত্তিক পদ্ধতি সহজ হলেও আর্থিক অবস্থার সম্পূর্ণ চিত্র দেয় না। অপরদিকে, বকেয়া ভিত্তিক হিসাব পদ্ধতি ব্যবসার আয়-ব্যয়ের প্রকৃত সময় বিবেচনায় নেয়, যা তুলনামূলকভাবে নির্ভুল আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করে।

প্রশ্ন-১৪: বকেয়া ভিত্তিক পদ্ধতি ও নগদ ভিত্তিক পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য কীভাবে দেখা যায়?

পার্থক্যের দিক	বকেয়া ভিত্তিক পদ্ধতি	নগদ ভিত্তিক পদ্ধতি
১. রেকর্ড করার সময়	এই পদ্ধতিতে লেনদেন যেদিন সংঘটিত হয়, সেদিনই তা রেকর্ড করা হয়; অর্থ লেনদেনের সময় নয়।	এই পদ্ধতিতে কেবল তখনই লেনদেন রেকর্ড করা হয়, যখন নগদ অর্থ গ্রহণ বা প্রদান করা হয়।
২. আয় স্বীকৃতি	আয় তখনই রেকর্ড করা হয়, যখন তা অর্জিত হয়, অর্থ প্রাপ্তির সময় নয়।	আয় তখনই রেকর্ড করা হয়, যখন নগদ অর্থ প্রাপ্ত হয়।
৩. ব্যয় স্বীকৃতি	ব্যয় তখনই রেকর্ড করা হয়, যখন তা সংঘটিত হয়, অর্থ প্রদান না হলেও।	ব্যয় তখনই রেকর্ড করা হয়, যখন নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।
৪. নির্ভুলতা	এই পদ্ধতি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার অধিক নির্ভুল ও বাস্তব চিত্র প্রদান করে।	দীর্ঘমেয়াদি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে কম নির্ভুল।
৫. জটিলতা	এই পদ্ধতিটি তুলনামূলকভাবে জটিল এবং এতে সমন্বয় এন্ট্রি প্রয়োজন হয়।	এই পদ্ধতিটি সহজ ও ব্যবহার উপযোগী, এবং লেনদেন রেকর্ড করা তুলনামূলকভাবে সহজ।
৬. ব্যবসার পরিমাণ	মধ্যম থেকে বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য এই পদ্ধতি উপযোগী।	এই পদ্ধতি সাধারণত ছোট ব্যবসার জন্য উপযুক্ত।

প্রশ্ন-১৫: কোন হিসাব পদ্ধতি—বকেয়া ভিত্তিক না নগদ ভিত্তিক—আর্থিক কার্যসম্পাদনের অধিক নির্ভুল চিত্র উপস্থাপন করে? ব্যাখ্যা করুন।

বকেয়া ভিত্তিক হিসাব পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে নগদ ভিত্তিক পদ্ধতির চেয়ে ব্যবসার আর্থিক কার্যসম্পাদনের অধিক নির্ভুল চিত্র প্রদান করে। এর কারণ নিম্নরূপ:

1. **আয় ও ব্যয়ের মিলন ঘটায়:**
   – এই পদ্ধতিতে একই হিসাবকালেই আয় ও সংশ্লিষ্ট ব্যয় রেকর্ড করা হয়।
2. **বাস্তব ব্যবসায়িক কার্যক্রম প্রতিফলিত করে:**
   – এটি দেখায় কী পরিমাণ আয় অর্জিত হয়েছে ও কী পরিমাণ ব্যয় সংঘটিত হয়েছে, কেবল নগদের গতি নয়।
3. **ঋণভিত্তিক লেনদেনকে স্বীকৃতি দেয়:**
   – নগদ ভিত্তিক পদ্ধতির বিপরীতে, এখানে বাকি ভিত্তিক বিক্রয় ও ক্রয় রেকর্ড করা হয়।
4. **হিসাব মান অনুসরণ করে:**
   – IFRS ও BFRS অনুযায়ী এবং বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের জন্য বকেয়া ভিত্তিক পদ্ধতি প্রযোজ্য।
5. **দীর্ঘমেয়াদি বিশ্লেষণে উপযোগী:**
   – প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত লাভ-ক্ষতির ধারাবাহিক বিশ্লেষণে সহায়তা করে।
6. **সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক:**
   – ব্যবস্থাপক, বিনিয়োগকারী ও অংশীজনরা ব্যবসার প্রকৃত আর্থিক অবস্থা বোঝার জন্য এই পদ্ধতির উপর নির্ভর করেন।

প্রশ্ন-১৬: হিসাববিজ্ঞানে সম্পদ, দায় ও মালিকের মূলধন কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

অথবা, **হিসাব সমীকরণ সংজ্ঞায়িত করুন এবং এর উপাদান—সম্পদ, দায় ও মালিকের মূলধন ব্যাখ্যা করুন।**

হিসাববিজ্ঞানে একটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা তিনটি মূল উপাদানের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়: **সম্পদ, দায় এবং মালিকের মূলধন**। এগুলোকে একত্রে **হিসাব সমীকরণ (Accounting Equation)**-এ প্রকাশ করা হয়:

সম্পদ = দায় + মালিকের মূলধন

1. **সম্পদ (Assets):** – সম্পদ হলো ব্যবসার মালিকানাধীন উপযোগী সম্পদ যা ভবিষ্যতে আর্থিক সুবিধা প্রদান করে।
   – **উদাহরণ:** নগদ অর্থ, ভবন, যন্ত্রপাতি, পণ্য মজুত, বাকি আদায়যোগ্য অর্থ।
2. **দায় (Liabilities):** – দায় হলো ব্যবসার অন্যের কাছে দায়বদ্ধতা বা পরিশোধযোগ্য অর্থ।
   – **উদাহরণ:** ব্যাংক ঋণ, বাকি পরিশোধযোগ্য অর্থ, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি।
3. **মালিকের মূলধন (Owners' Equity):** – মালিকের মূলধন হলো সকল দায় পরিশোধের পর প্রতিষ্ঠানের উপর মালিকের অধিকার। এতে মালিক কর্তৃক প্রাথমিক বিনিয়োগ এবং প্রতিষ্ঠানে পুনঃবিনিয়োগকৃত মুনাফা (অবিকল লাভ) অন্তর্ভুক্ত থাকে।

এই তিনটি উপাদান মিলেই প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কাঠামো তৈরি করে এবং হিসাববিজ্ঞানের ভিত্তি গঠন করে।

প্রশ্ন-১৭: বর্ধিত হিসাব সমীকরণ (Expanded Accounting Equation) কী? এর উপাদানসমূহ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

বর্ধিত হিসাব সমীকরণ একটি প্রতিষ্ঠানের সম্পদ, দায় এবং মালিকের মূলধনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে বিশদ সম্পর্ক উপস্থাপন করে। এটি নিচেরভাবে প্রকাশ করা হয়:

সম্পদ = দায় + মালিকের মূলধন + আয় – ব্যয় – উত্তোলন

এই সমীকরণটি ব্যবসায়িক কার্যক্রমের প্রভাব কিভাবে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে তা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে।

- **সম্পদ (Assets):** ব্যবসার মালিকানাধীন উপযোগী সম্পদ যেমন নগদ অর্থ, পণ্য মজুত ইত্যাদি।
- **দায় (Liabilities):** ব্যবসার অন্যের প্রতি পরিশোধযোগ্য অর্থ যেমন ঋণ, বাকি পরিশোধযোগ্য অর্থ।
- **মালিকের মূলধন (Owner's Capital):** মালিক কর্তৃক ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত অর্থ।
- **আয় (Revenues):** ব্যবসা পরিচালনা করে অর্জিত অর্থ যেমন পণ্য বিক্রয়।
- **ব্যয় (Expenses):** আয় অর্জনের জন্য সংঘটিত খরচ যেমন ভাড়া, বেতন ইত্যাদি।
- **উত্তোলন (Drawings):** মালিক কর্তৃক ব্যবসা থেকে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য উত্তোলিত অর্থ।

উদাহরণ: যদি কোনো ব্যবসা পন্য বিক্রয়ের মাধ্যমে নগদ অর্থ অর্জন করে, তাহলে সম্পদ ও আয় দুটোই বৃদ্ধি পায়। আবার, যদি মালিক ব্যবসা থেকে ব্যক্তিগত খরচের জন্য অর্থ উত্তোলন করে, তবে সম্পদ এবং মালিকের মূলধন (ড্রয়িংস) হ্রাস পায়।
এই সমীকরণটি প্রতিটি লেনদেন কিভাবে ব্যবসার সামগ্রিক আর্থিক অবস্থাকে প্রভাবিত করে, তা ট্র্যাক করতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন-১৮: হিসাববিজ্ঞান ব্যবসার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ—আলোচনা করুন।
হিসাববিজ্ঞান প্রতিটি ব্যবসার একটি অপরিহার্য অংশ, কারণ এটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কর্মকাণ্ডের সুশৃঙ্খল রেকর্ড রাখে। একটি ব্যবসা আয় করে, ব্যয় করে, সম্পদ ক্রয় করে, ঋণ গ্রহণ করে—এই সকল লেনদেন হিসাববিজ্ঞান সঠিকভাবে ও ক্রমানুসারে রেকর্ড করে।
যথাযথ হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে আয় বিবরণী, ব্যালেন্স শিট এবং নগদ প্রবাহ বিবরণীর মতো আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা যায়। এই প্রতিবেদনগুলো ব্যবসার আর্থিক অবস্থা ও কার্যক্ষমতা তুলে ধরে।

মালিক ও ব্যবস্থাপকগণ বাজেট তৈরি, বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত, এবং খরচ নিয়ন্ত্রণের মতো বিষয়ে সচেতন সিদ্ধান্ত গ্রহণে হিসাববিজ্ঞানের তথ্য ব্যবহার করেন। হিসাববিজ্ঞান কর পরিশোধ, সরকারি সংস্থাকে রিপোর্ট প্রদানসহ সকল আইনি দায়িত্ব পালনেও সহায়তা করে।
সঠিক ও স্বচ্ছ হিসাব তথ্যের মাধ্যমে বিনিয়োগকারী, ব্যাংক এবং অন্যান্য অংশীজনদের আস্থা অর্জন করা যায়। হিসাববিজ্ঞান ছাড়া কোনো ব্যবসা তার কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন করতে বা ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করতে সক্ষম নয়।

সারসংক্ষেপে, হিসাববিজ্ঞান ব্যবসার কার্যক্রম পরিচালনার মেরুদণ্ডের মতো, যা ব্যবসার প্রতিটি খাতকে সহায়তা করে এবং সফলতার ভিত্তি গড়ে তোলে।

প্রশ্ন-১৯: হিসাববিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক কী? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

1. **অর্থনীতি (Economics):** হিসাববিজ্ঞান একটি ব্যবসার ব্যয়, আয় ও মুনাফা পরিমাপে সহায়তা করে। অর্থনীতির নীতিমালা হিসাব তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।
2. **ব্যবস্থাপনা (Management):** ব্যবস্থাপকগণ বাজেট প্রণয়ন, পরিকল্পনা এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য হিসাব প্রতিবেদন ব্যবহার করেন। এটি কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন ও ব্যবসায়িক কৌশল নির্ধারণে সহায়ক।
3. **পরিসংখ্যান (Statistics):** পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি হিসাব তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় ব্যবহৃত হয়। এটি পূর্বাভাস, অনুপাত বিশ্লেষণ এবং প্রবণতা চিহ্নিতকরণে সহায়তা করে।
4. **আইন (Law):** হিসাববিজ্ঞান কর আইন ও কোম্পানি আইনের মতো আইনি নিয়ম অনুসরণ করে। সঠিক হিসাবরক্ষণ সরকারের মানদণ্ড অনুযায়ী কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করে।
5. **তথ্য প্রযুক্তি (Information Technology – IT):** আধুনিক হিসাববিজ্ঞান সফটওয়্যার ও ডিজিটাল ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। তথ্য প্রযুক্তি আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়নে গতি ও নির্ভুলতা বৃদ্ধি করে।
6. **ফাইন্যান্স (Finance):** ফাইন্যান্স শাখা বিনিয়োগ ও তহবিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে হিসাব তথ্য ব্যবহার করে। হিসাববিজ্ঞান হলো আর্থিক পরিকল্পনা ও বিশ্লেষণের ভিত্তি।

প্রশ্ন-২০: হিসাবরক্ষণ ও হিসাববিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কী?

পার্থক্যের দিক	হিসাবরক্ষণ (Book-Keeping)	হিসাববিজ্ঞান (Accounting)
১. অর্থ	প্রতিদিনের ব্যবসায়িক লেনদেন রেকর্ড করাকে হিসাবরক্ষণ বলা হয়।	আর্থিক তথ্য সংক্ষিপ্তকরণ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন তৈরি করাকে হিসাববিজ্ঞান বলা হয়।
২. পরিসর	পরিসর সীমিত—শুধুমাত্র তথ্য রেকর্ড করার মধ্যে সীমাবদ্ধ।	পরিসর বিস্তৃত—তথ্য রেকর্ড ছাড়াও বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন অন্তর্ভুক্ত।
৩. উদ্দেশ্য	সঠিক রেকর্ড সংরক্ষণ নিশ্চিত করা।	ব্যবসার কর্মদক্ষতা পরিমাপ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করা।
৪. প্রয়োজনীয় দক্ষতা	মৌলিক লিপিকারের দক্ষতা প্রয়োজন।	বিশ্লেষণাত্মক ও পেশাদার জ্ঞানের প্রয়োজন।
৫. ফলাফল	জার্নাল ও খতিয়ান প্রস্তুত করা হয়।	আয় বিবরণী, ব্যালেন্স শিটের মতো আর্থিক বিবরণী তৈরি করা হয়।

প্রশ্ন-২১: হিসাববিজ্ঞানের বিকাশ কীভাবে ঘটেছে? ধারাবাহিকভাবে ব্যাখ্যা করুন।
হিসাববিজ্ঞানের বিকাশ ধাপে ধাপে বহু শতাব্দীর ধরে ঘটেছে। প্রধান ধাপগুলো নিচে তুলে ধরা হলো:

1. **প্রাচীন যুগ (৩০০০ খ্রিস্টপূর্ব):**
   – মেসোপটেমিয়ায় মানুষ মাটির ফলকে শস্য, গবাদিপশু ও লেনদেনের হিসাব রেকর্ড করত।
2. **রোমান ও গ্রিক যুগ:**
   – সরকার ও ব্যবসায়ীরা আয় ও ব্যয়ের প্রাথমিক হিসাব সংরক্ষণ করত।
3. **দ্বৈত প্রবেশ পদ্ধতি (১৪৯৪):**
   – ইতালির লুকা প্যাচিওলি এই পদ্ধতির প্রবর্তন করেন, যেখানে ডেবিট ও ক্রেডিট নিয়ম চালু হয় এবং এটি আধুনিক হিসাববিজ্ঞানের ভিত্তি তৈরি করে।
4. **শিল্প বিপ্লব (১৮শ–১৯শ শতাব্দী):**
   – ব্যবসার ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং হিসাববিজ্ঞান ব্যয় হিসাব, নিরীক্ষা ও আর্থিক প্রতিবেদন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।
5. **মানকীকরণ যুগ (২০শ শতাব্দী):**
   – আইসিএবি, আইএফআরএস এবং জিএএপি-এর মতো পেশাগত প্রতিষ্ঠানসমূহ সুনির্দিষ্ট মান ও নিয়ম তৈরি করে, যা হিসাবকে আরও গ্রহণযোগ্য করে তোলে।
6. **আধুনিক যুগ (২১শ শতাব্দী):**
   – বর্তমানে কম্পিউটারভিত্তিক হিসাব সফটওয়্যার, ক্লাউড হিসাবব্যবস্থা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ডিজিটাল প্রতিবেদন ব্যবহৃত হচ্ছে।

উপসংহার: হিসাববিজ্ঞান শুধুমাত্র লেনদেন রেকর্ডের সীমায় নেই, এটি আজ একটি বিশ্বব্যাপী সিদ্ধান্ত-সহায়ক ব্যবস্থা হিসেবে বিবর্তিত হয়েছে।

প্রশ্ন-২২: হিসাববিজ্ঞানের প্রধান শাখাগুলো কী কী?
হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন ব্যবহারকারীর চাহিদা পূরণের জন্য কাজ করে। প্রধান শাখাগুলো নিচে দেওয়া হলো:

1. **আর্থিক হিসাববিজ্ঞান (Financial Accounting):**
   – ব্যবসায়িক লেনদেন রেকর্ড করে এবং আয় বিবরণী, ব্যালেন্স শিট ইত্যাদি তৈরি করে, যা মূলত বিনিয়োগকারী, ব্যাংক ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার মতো বাহ্যিক ব্যবহারকারীর জন্য প্রস্তুত করা হয়।
2. **ব্যয় হিসাববিজ্ঞান (Cost Accounting):**
   – পণ্য বা সেবার উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণ করে। এটি মূল্য নির্ধারণ, বাজেট তৈরি এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
3. **ব্যবস্থাপনাগত হিসাববিজ্ঞান (Management Accounting):**
   – ব্যবস্থাপকগণকে পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মদক্ষতা মূল্যায়নে আর্থিক ও অ-আর্থিক তথ্য সরবরাহ করে।
4. **কর হিসাববিজ্ঞান (Tax Accounting):**
   – কর ফাইলিং এবং কর আইন ও বিধিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হিসাব প্রস্তুত করে।
5. **নিরীক্ষা (Auditing):**
   – হিসাব রেকর্ড যাচাই করে তা নির্ভুল ও নিরপেক্ষ কিনা তা নিশ্চিত করে। এটি অভ্যন্তরীণ বা বহিঃস্থ উভয় হতে পারে।
6. **ফরেনসিক হিসাববিজ্ঞান (Forensic Accounting):**
   – প্রতারণা ও আর্থিক অপরাধ তদন্তে হিসাববিজ্ঞান ব্যবহার করা হয় এবং সাধারণত এটি আইনি বিষয়ে ব্যবহৃত হয়।

উপসংহার: প্রতিটি শাখা ব্যবসায়িক কার্যক্রম, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ২৩: হিসাববিজ্ঞানের প্রধান শাখাগুলো কী কী?
হিসাববিজ্ঞানে সাধারণত তিনটি প্রধান শাখা রয়েছে, যেগুলো পাঠ্যপুস্তক ও পেশাগতভাবে সর্বাধিক স্বীকৃত:

১. আর্থিক হিসাববিজ্ঞান (Financial Accounting): এই শাখাটি ব্যবসায়িক লেনদেন নথিভুক্ত করে এবং আয় বিবরণী (Income Statement), ব্যালান্স শীট (Balance Sheet) ইত্যাদি আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। এই প্রতিবেদনগুলো মূলত বাহ্যিক ব্যবহারকারীদের জন্য, যেমন: বিনিয়োগকারী, ঋণদাতা এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

২. ব্যয় হিসাববিজ্ঞান (Cost Accounting): ব্যয় হিসাববিজ্ঞান মূলত পণ্য বা সেবার উৎপাদন ব্যয় নিরূপণ করে। এটি উৎপাদন খরচ নিয়ন্ত্রণ ও পণ্যের মূল্য নির্ধারণে সহায়তা করে।

৩. ব্যবস্থাপনাগত হিসাববিজ্ঞান (Management Accounting): এই শাখাটি প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ, বাজেট প্রস্তুতি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে।

প্রশ্ন ২৪: বর্তমান সময়ে হিসাববিজ্ঞানের পেশায় প্রধান কী কী চ্যালেঞ্জ রয়েছে?

বর্তমানে হিসাববিজ্ঞানের পেশাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে, যার পেছনে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, নিয়ন্ত্রক নীতিমালার হালনাগাদ ও বৈশ্বিক ব্যবসায়িক পরিবেশ দায়ী:

১. দ্রুত প্রযুক্তিগত পরিবর্তন: হিসাবরক্ষকদের আধুনিক সফটওয়্যার, স্বয়ংক্রিয় হিসাব পদ্ধতি (Automation), কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ও ডিজিটাল রিপোর্টিংয়ের সাথে খাপ খাওয়াতে হচ্ছে।

২. সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি: ডিজিটাল তথ্য ব্যবহারের বৃদ্ধি হ্যাকার ও আর্থিক জালিয়াতির ঝুঁকি বাড়িয়ে দিয়েছে, ফলে তথ্য সুরক্ষা এখন বড় চ্যালেঞ্জ।

৩. হিসাব মানদণ্ডে পরিবর্তন: IFRS, BFRS ও কর আইনের নিয়মিত পরিবর্তনের ফলে হিসাবরক্ষকদের সর্বদা হালনাগাদ থাকতে হয়।

৪. নিয়ন্ত্রক সংস্থার চাপ: বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) ও বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (BSEC) মতো সংস্থাগুলোর কড়া নিয়ম-কানুনে হিসাবরক্ষকদের কঠোরভাবে সম্মতি নিশ্চিত করতে হয়।

৫. নৈতিকতার সংকট: প্রতিযোগিতামূলক ও লাভ-কেন্দ্রিক পরিবেশে পেশাগত সততা বজায় রাখা দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছে।

৬. গ্লোবালাইজেশন বা বিশ্বায়ন: আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক লেনদেন ও বৈদেশিক হিসাব মানদণ্ড (International Standards) সম্পর্কে জ্ঞান থাকা এখন অপরিহার্য।

এই সকল চ্যালেঞ্জের মুখে আধুনিক হিসাবরক্ষকদের প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন, নৈতিকভাবে দায়িত্ববান এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সচেতন হওয়া আবশ্যক।

প্রশ্ন ২৫: হিসাববিজ্ঞানে নৈতিকতার ভূমিকা কী?

হিসাববিজ্ঞানে নৈতিকতা মানে হচ্ছে—সততা, সত্যবাদিতা, নিরপেক্ষতা, এবং দায়িত্বশীলতা বজায় রেখে আর্থিক তথ্য রেকর্ড ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করা। নৈতিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাববিজ্ঞান সরাসরি অর্থ ও জনস্বার্থের সঙ্গে যুক্ত।

১. **সততা ও নির্ভুলতা:** হিসাবরক্ষককে সকল আর্থিক লেনদেন সত্য ও যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে; কোনো তথ্য গোপন করা বা বিকৃত করা অনৈতিক।

২. **জনসাধারণের আস্থা:** বিনিয়োগকারী, ব্যাংক এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলো আর্থিক প্রতিবেদনের ওপর নির্ভর করে। নৈতিক হিসাববিজ্ঞান তাদের আস্থা গড়ে তোলে।

৩. **আইন মেনে চলা:** নৈতিকতা হিসাবরক্ষকদের আইন, হিসাব মান (যেমন IFRS/BFRS), এবং পেশাগত আচরণবিধি অনুসরণে সহায়তা করে।

৪. **জালিয়াতি রোধ:** অনৈতিক কার্যকলাপ যেমন আয় গোপন করা বা ব্যয় লুকানো—জালিয়াতির সৃষ্টি করে এবং আইনগত শাস্তি ডেকে আনে।

৫. **পেশাগত দায়িত্ব:** হিসাবরক্ষককে ব্যবস্থাপনা বা ক্লায়েন্টের চাপে না পড়ে নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে কাজ করতে হয়।

প্রশ্ন ২৬: হিসাববিজ্ঞানের কিছু সাধারণ পরিভাষার প্রতিশব্দ কী কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

হিসাববিজ্ঞানে অনেক শব্দের বিকল্প বা প্রতিশব্দ রয়েছে, যা একই অর্থ প্রকাশ করে এবং আর্থিক প্রতিবেদন বুঝতে ও প্রশ্ন সমাধানে সহায়তা করে।

নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ হিসাব পরিভাষা ও তাদের প্রতিশব্দ দেওয়া হলো:

মূল শব্দ (Accounting Term)	**প্রতিশব্দ (Synonym in Bangla)**
Accounting (হিসাববিজ্ঞান)	হিসাবরক্ষণ, হিসাবনীতি, আর্থিক রেকর্ড সংরক্ষণ

মূল শব্দ (Accounting Term)	প্রতিশব্দ (Synonym in Bangla)
Balance Sheet	আর্থিক অবস্থার বিবরণী, হিসাব বিবরণী
Accounts Receivable	পাওনাদার, প্রাপ্য অর্থ
Accounts Payable	দেনাদার, প্রদেয় অর্থ
Accrual	বকেয়া ভিত্তিক আয় বা ব্যয়
Auditing	নিরীক্ষা, হিসাব পর্যালোচনা
Depreciation	অবচয়, সম্পদের মান হ্রাস
Cash Flow	নগদ প্রবাহ, নগদের চলাচল
General Ledger	প্রধান খাতা, মূল হিসাববই
COGS (Cost of Goods Sold)	বিক্রয় ব্যয়, পণ্যের খরচ
Asset	সম্পদ, মালিকানাধীন বস্তু
Liability	দায়, ঋণ, বাধ্যবাধকতা
Equity	মূলধন, নিট সম্পদ, মালিকানা অংশ
Revenue	আয়, আয়কৃত অর্থ, রসিদ
Expense	ব্যয়, খরচ, অর্থপ্রসারণ
Inventory	মজুদ, পণ্যসম্ভার, পণ্যের স্টক

প্রশ্ন ২৩: হিসাববিজ্ঞানের প্রধান সীমাবদ্ধতাগুলো কী কী?

হিসাববিজ্ঞান অত্যন্ত উপকারী হলেও এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যা ব্যবহারকারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব ফেলতে পারে। নিচে এসব সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করা হলো:

১. শুধুমাত্র আর্থিক লেনদেন রেকর্ড করা হয়: হিসাববিজ্ঞান কেবলমাত্র অর্থমূল্যসম্পন্ন লেনদেন রেকর্ড করে। কর্মীদের দক্ষতা, গ্রাহকের সন্তুষ্টি, ব্যবস্থাপনার গুণগত মান ইত্যাদি গাণিতিকভাবে পরিমাপযোগ্য না হওয়ায় এগুলো হিসাবের অন্তর্ভুক্ত হয় না।

২. ঐতিহাসিক মূল্যের ভিত্তিতে সম্পদ উপস্থাপন: সম্পদসমূহ তাদের ক্রয়মূল্যে উপস্থাপিত হয়, বর্তমান বাজারমূল্যে নয়। এর ফলে ব্যবহারকারী বর্তমান আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে বিভ্রান্ত হতে পারেন।

৩. মূল্যস্ফীতি বা মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব বিবেচনা করা হয় না: সনাতন হিসাব পদ্ধতিতে মূল্যস্ফীতির কারণে টাকার ক্রয়ক্ষমতার পরিবর্তন হিসাবের প্রতিবেদনগুলোর উপর প্রতিফলিত হয় না।

৪. অনুমানভিত্তিক উপাদান ব্যবহৃত হয়: বহু হিসাব উপাদান যেমন অবচয়, সন্দেহজনক দেনা প্রভৃতি পূর্বানুমান বা অনুমানের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়, যা প্রকৃত মানের সঙ্গে মিল নাও থাকতে পারে।

৫. বিভিন্ন হিসাব পদ্ধতির ব্যবহার: বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন গ্রহণযোগ্য হিসাব পদ্ধতি অনুসরণ করে (যেমন FIFO, LIFO, Weighted Average)। এতে করে প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক তথ্য তুলনা করা কঠিন হয়।

৬. তথ্য বিকৃতির সম্ভাবনা: হিসাব তথ্য ইচ্ছাকৃতভাবে সাজানো বা তথাকথিত "উইন্ডো ড্রেসিং" এর মাধ্যমে প্রতারণামূলকভাবে উপস্থাপন করা যায়, যা ব্যবহারকারীদের বিভ্রান্ত করতে পারে।

এই সীমাবদ্ধতাগুলোর কারণে আর্থিক প্রতিবেদনগুলো অনেক সময় ব্যবসার প্রকৃত অবস্থা সম্পূর্ণরূপে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়।

End of First Chapter

For order Printed note
SMS WhatsApp: 01310-474402
Or, Visit: www.metamentorcenter.com